# কলাই (Black gram)

কলাই গাছ মুগ গাছের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় মাঠে মুগ ও কলাই ফসল সনাক্তকরনে অনেক সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। তবে সাধারন ভাবে যে সকল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল - কলাই গাছের কাণ্ড মুগ গাছ অপেক্ষা অধিক লম্বা এবং লতানো স্বভাবের, সমস্ত গাছের গায়ে রোম বা শুঁয়া অধিক পরিমানে দেখা যায়। পাতা অধিক রোমশ হওয়ায় কালচে সবুজ রঙের দেখায় এবং পাতা, মুগপাতা অপেক্ষা বড়।

**জলবায়ু ঃ** প্রধানত বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসাবে উষ্ণ এবং মাঝারি উষ্ণ অঞ্চলে খারিফ মরশুমে অধিক চাষ হয়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অথবা বরফপাত সহ্য করতে পারে না।

**জমি নির্বাচন ঃ** উঁচু এবং মাঝারি উঁচু জমি কলাই চাষের উপযুক্ত। সমতল জমিতে কলাই চাষ করার সময় উত্তম জল নিষ্কাষনের ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। উচ্চ জল ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন মাটি বিশেষ করে রুক্ষ দোঁয়াশ মাটি, এ্যাটেল মাটি, দোঁয়াশ এ্যাটেল মাটি, বন্যা প্লাবিত পলিযুক্ত কাদা মাটি, কালো মাটি ইত্যাদি সব ধরনের মাটিতে কলাই চাষ করা সম্ভব।

**জাত ঃ** কলাইয়ের উল্লেখযোগ্য উচ্চ ফলনশীল জাতগুলি হল - টি-৯, গৌতম (ডব্লিউ.বি.ইউ.-১০৫), সারদা (ডব্লিউ.বি.ইউ. ১০৮), কালিন্দী (বহরমপুর-৭৬), পন্থ ইউ-১৯, পন্থ ইউ-৩০, ইউ.পি.ইউ.-১, ইউ.জি.-২১৮,

পি.ডি.ইউ.-১ ইত্যাদি। টি-৯ জাত মাঝারি ধরনের খরা সহনশীল, জলদিজাত, ৮০ দিনে ফসল তোলা সম্ভব। আলোক সংবেদনশীল নয় বলে যে কোন ঋতুতে চাষ করা সম্ভব।

**জমি তৈরী ও বীজ বপন ঃ** কলাই চাষে মাটি খুব বেশী ঝুরঝুরে করার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। মাটির গঠন ও প্রকার অনুসারে ২-৩টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করা যায়। জমি তৈরীর সময় প্রয়োজনীয় জল নিকাশী নালীর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, যেন বর্ষার অতিরিক্ত বৃষ্টির জল মাঠে না দাঁড়ায়। বর্ষাকালীন ফসল হিসাবে আষাঢ় -শ্রাবণ মাসে, শরৎ-হৈমন্তিক ফসল হিসাবে ভাদ্র থেকে কার্ত্তিক মাসে এবং প্রাক খারিফ বসন্তকালীন ফসল হিসাবে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ বপন করা যায়। অনেক জায়গায় জলদি আমন ধান কাটার ১০-১২ দিন আগে জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে পয়রা ফসল হিসাবেও কলাই বীজ ছিটিয়ে বপন করা যায়, এই ক্ষেত্রে বীজের পরিমান কিছুটা বাড়িয়ে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কলাই বীজ ৩০ সে.মি. পরপর সারিতে, ৫-৭ সে.মি. দূরত্বে, ৫ সে.মি. গভীরে বপন করা ভাল। সারিতে বপন করা হলে বীজ লাগবে একর প্রতি ১০-১২ কেজি। কিন্তু ছিটিয়ে বপন করা হলে একর প্রতি বীজ ব্যবহার করতে হবে ১৪-১৬ কেজি।

**খাদ্যের ব্যবস্থাপনা ঃ** কলাই চাষে গোবর বা আবর্জ্জনা সার একরপ্রতি ৪ টন প্রথম চাষে ছড়িয়ে দিয়ে শেষ চাষের সময় একর প্রতি ১৭ কেজি ইউরিয়া এবং ১০০ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট এবং ১৩ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ সার ব্যবহার করা যায়। সারিতে বীজ বপনের আগে নালীতে একর প্রতি ৪০

কেজি ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট সার প্রয়োগ করা হলে গাছের বাড় ভাল হয়, শিকড়ের অর্বুদ অধিক পরিমানে হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। জীবানু সার ব্যবহার করা হলে নাইট্রোজেন সার কিছুটা কম ব্যবহার করলেও চলে, ফসফেট সার অবশ্যই সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করা আবশ্যক।

**জলের ব্যবস্থাপনা ঃ** কলাই চাষে সাধারণত সেচ দেওয়ার রেওয়াজনেই, খারিফ মরশুমে বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসাবে প্রধানত কলাই চাষ করা হয়। ফুল ফোটার সময় অধিক বৃষ্টিপাত ফসলের ক্ষতি করে। তবে শরৎ-হৈমন্তিক ফসল এবং প্রাক খারিফ মরশুমে মাটির রসের পরিমানের ওপর নির্ভর করে, ফুল আসার আগে একটি সেচ দেওয়া প্রয়োজন।

**অর্ন্তবর্তী পরিচর্যা ঃ** কলাই চাষে সাধারণত আগাছা নিয়ন্ত্রন করা হয় না, তবে প্রয়োজনে ২০-৩০ দিনের মধ্যে একবার নিড়ি দিলে অথবা সারিতে চাকতি নিড়ানী যন্ত্র ব্যবহার করা হলে ফলন বৃদ্ধি পায়। কলাই গাছ সহিষ্ণু গাছ এবং আগাছার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করে টিকে থাকতে সক্ষম। বর্ষাকালে জমির জল নিকাশী নালীগুলি পরিষ্কার রাখা আবশ্যক, যেন গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জল জমে ফসলের ক্ষতি করতে না পারে।

**ফসল তোলা ঃ** ফসলের বয়স দেড়-দুই মাস হলে ফুল ও শুঁটি ধরতে শুরু করে। জলদি জাতের ফসল ৮০ দিনের মধ্যে পাকে, মধ্যম জাত তিন-সাড়ে তিন মাসের মধ্যে তোলার উপযুক্ত হয়। নাবি জাতের ফসল তুলতে প্রায় চার মাস সময় লাগে। শুঁটি পরিপক্ক হলে কালো রঙের হয়ে যায়, গাছের পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে আসে। উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করা হলে একর প্রতি ৬০০-৭০০ কেজি দানা এবং ৮০০ কেজি পশুখাদ্য পাওয়া যায়।